প্রথম আলো

তারিখ 04 MAY 2005
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

রাজশাহীতে ১২০ স্কুলের সাড়ে ১১ কোটি টাকার দরপত্র ভাগাভাগি

সরকারের ক্ষতি ৬৬ লাখ টাকা

আবু মোস্তফা, *রাজশাহী*

রাজশাহীর ৯ উপজেলার ১২০টি স্কুলের ১১ কোটি ৫৫ লাখ টাকার উন্নয়নকাজের দরপত্র ভাগাভাগি করে নিয়েছে একশ্রেণীর ঠিকাদার। এলজিইডির কিছু প্রকৌশলী ও কর্মচারীর যোগসাজশে ভাগবাটোয়ারার এ কাজ করা হয়। প্রাক্কলিত দরের চেয়ে বেশি দরে দরপত্র গ্রহণ করায় সরকারের ক্ষতি হবে প্রায় ৬৬ লাখ টাকা।

রাজশাহী এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী বজলুর রহমান প্রথম আলোর কাছে স্বীকার করেন বাঘা, চারঘাট, পবা, বাগমারাসহ কয়েকটি উপজেলায় ঠিকাদাররা সমঝোতা করে অতিরিক্ত দরে দরপত্র ফেলেছে। তিনি বলেন, উপজেলা পর্যায়ে ঠিকাদাররা এ ধরনের কাজ করলে তাদের বেশি কিছু করার থাকে না। তিনি আরো বলেন, সরকারি অর্থের অপচয় হয় বলে অতিরিক্ত দরের গৃহীত দরপত্র বাতিলের বিধান এলজিইডিসহ অন্যান্য সরকারি সংস্থায় রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

জানা গেছে, বাঘা এলজিইডির প্রকৌশলী সামসুল হক মোল্লাহ গত ২৭ এপ্রিল অফিসে বসেই ঠিকাদারদের কাজ ভাগাভাগিতে সহায়তা করেন। এলজিইডি প্রকৌশলী সামসুল হক ও হিসাবরক্ষক আমিরুল ইসলাম পাঁচ দিন ধরে অফিসে না বসায় তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

জেলার দুর্গাপুর, পুঠিয়া, চারঘাট, বাগমারা ও মোহনপুরেও সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র ভাগাভাগি হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুর্গাপুর ও পুঠিয়ায় উপজেলা এলাকার বাইরের কোনো ঠিকাদারকে দরপত্র দাখিলই করতে দেওয়া হয়নি।

জানা গেছে, বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এসব স্কুলের উন্নয়নকাজের দরপত্র ডাকা হয় গত মার্চ মাসের শেষ দিকে। সব উপজেলায় দরপত্র দাখিল শেষ হয় গত ১২ এপ্রিল। তবে চূড়ান্ত সমঝোতা হতে বিলম্ব হওয়ায় নির্বাচিত ঠিকাদারদের

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

রাজশাহীতে ১২০ স্কুলের

শেষ পৃষ্ঠার পর

তালিকা গতকাল পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। দরপত্র দাখিলের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার শর্ত ছিল।

রাজশাহীর মা বিভাসের মালিক বেলাল হোসেন ও তার ভাই লাল গত ২৫ এপ্রিল সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তারা পবা ও বাঘাসহ আরো কয়েকটি থানায় প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে কম দরে দরপত্র দাখিল করেছিলেন। ফলে প্রভাবশালী ঠিকাদারদের চাপে তাদের বাসা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। কিন্তু গত রোববার রাতে বেলাল ও লাল প্রথম আলোকে বলেন, তারা ঠিকাদারদের চাপে শেষ পর্যন্ত সমঝোতা করতে বাধ্য হয়েছেন। জানা গেছে, বাঘায় তাদের দরপত্রগুলো সঠিক থাকলেও এগুলো উপযুক্ত নয় বলে বাতিল করা হয়েছে এবং তা লালের মতামত নিয়েই করা হয়েছে।

সর্বশেষ গতকাল মঙ্গলবার লাল সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি পবা থেকে কিছু টাকা পাবেন। আর বাঘায় তার দরপত্র সঠিক থাকার পরও তাকে ছাত্রদল ও বিএনপির ক্যাডাররা তাড়িয়ে দেয়। যে কারণে বেলাল ও লাল বাঘা থেকে ব্যাংক গ্যারান্টি তুলে নিয়ে এসেছেন।

এ অবস্থায় কাজ হাতবদল হওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, বাঘার কাজগুলো লোটাস নামের কুষ্টিয়ার একজন ঠিকাদার কিনে নিয়ে পরে সেগুলো বাঘাই ছাত্রদল ও বিএনপি কয়েক নেতার কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।